আজকের কাগজ
তারিখ 5 JUN 1992 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

পৃথিবী আমাদের একটিই আসুন তাকে যত্নে রক্ষা করি

ডঃ মুশফিকুর রহমান

গত ২৯শে মে '৯২ বিকেলে সবুজ রমনার বটমূলে একটি ব্যতিক্রমী আয়োজনের অনুষ্ঠান হয়েছে। দেশের পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ বোধ যারা করেন, তাদের নিয়ে 'নির্মল পরিবেশের জন্য আমরা' নামের একটি ব্যতিক্রমী ফোরাম গড়ে উঠেছে। এ ফোরামে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সংস্কৃতি কর্মীরা একত্রিত হয়ে ঐদিন বাংলাদেশে পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে নানামুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছেন। উদ্বোধন ঢাকায় হলেও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমাবেশ, পরিবেশ রক্ষার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা হবে। পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির তাগিদসহ পোস্টার ও প্রচারণার ব্যবস্থা করেছে ঐ ফোরাম। এটি একটি বেসরকারী উদ্যোগ। পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরের কার্যক্রমে তৎপরতায় তেমন লক্ষণীয় কিছু চোখে পড়ে না। বিশাল এক প্রতিনিধি দল ব্রাজিলের বিশ্ব সম্মেলনের জন্য পাঠানো ছাড়া। কোন পোস্টার বা প্রচারপত্র ছাপানো, বিতরণের মামুলী কাজটিও হয়নি। ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস এলে রেডিও-টেলিভিশনে গৎবাঁধা বাক্যাবলীর ক্লান্তিকর বক্তৃতা অনুষ্ঠান অবশ্য হয়, তবে তাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ 'বছরে একদিন' টেলিপর্দায় আসার পূর্ণ সুযোগ ব্যবহার করে বিশাল কাজের ফিরিস্তি দেন মাত্র। সাধারণ দর্শক-শ্রোতা তাতে সামান্যই প্রভাবিত হয় অনুষ্ঠানের আবেদনহীনতা, গতানুগতিকতা এবং বক্তৃতা প্রবণতায়।

এর বাইরে পরিবেশ সংরক্ষণের তৎপরতায় বিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কিছু স্টাডি রিপোর্ট তৈরী করছে; কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশই বর্ণনামূলক ও সরকারী দপ্তরের প্রথাগত ফাইল সাজানোর রুটিন কাজ। সিরিয়াস গবেষণা, জরিপধর্মী রিপোর্ট প্রস্তুতি, তা বাস্তবায়ন উদ্যোগ নেয়া; আইন কার্যকর করার পথ ও পদ্ধতি অনুসন্ধান এ জাতীয় প্রয়োজনীয় কাজ অপ্রতুল।

তাহলে কি আমরা বলবো, বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্থিতি বিপন্ন নয়? প্রাথমিক ও বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন গবেষক, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন সরকারী কর্মকর্তার গবেষণা রিপোর্টও বলছে, বাংলাদেশের বিপন্ন পরিবেশের ভয়াবহতার কথা। পরিবেশের যেহেতু কোন দেশ-কাল ভৌগোলিক সীমারেখা নেই, সুতরাং সারা পৃথিবীর পরিবেশ বিপন্ন হলে, তার ধাক্কা বাংলাদেশেও লাগতে বাধ্য। 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' বা পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া, ওজোন স্তরের হ্রাসজনিত সংকট এবং গহ্বর সৃষ্টি, সমুদ্রের ব্যাপক দূষণ, বায়ুমন্ডলের দূষণ, প্রাণী জগতের অসংখ্য প্রজাতির আশংকাজনক দ্রুতগতিতে বিলুপ্তি- এগুলো এমনই সমস্যা, যার দেশীয় কোন সীমানা নেই। কোন দেশ এ জাতীয় পরিবেশ বিপর্যয়ে কতটুকু কম বা বেশী ভূমিকা রাখলো, তাতে বিপন্ন পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব আমাদের উপর কম পড়বে না; পরিস্থিতিরও তেমন হেরফের হবে না।

পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫% বাস এবং তার এনার্জি ব্যবহারের পরিমাণ পৃথিবীর মোট উৎপাদিত এনার্জির ২৫ শতাংশ। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদন করে এককভাবে মোট উৎপাদনের ২২%। ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বন, মিথেন, নাইট্রোজেনের অক্সাইড, ওজোনসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্রীন হাউস গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবেশের ক্ষতিও করে সবচেয়ে বেশী।

বছরে সমুদ্রবক্ষে যে সাড়ে ৬ মিলিয়ন বর্জ্য পদার্থ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, সন্দেহাতীতভাবে তার সিংহভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ধনাঢ্য মিত্ররা ফেলছে।

উপসাগরীয় যুদ্ধেই কেবল ৮ মিলিয়ন ব্যারেল তেল সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। সামুদ্রিক প্রাণীই নয়; পৃথিবীব্যাপী দ্রুত বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হচ্ছে, দূষণ আক্রমণ এবং তারসাম্যহীন উন্নয়ন প্রচেষ্টার কারণে। এক হিসেবে জানা গেছে, বর্তমান পৃথিবীতে আনুমানিক ১০ মিলিয়ন বিভিন্ন প্রজাতির জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে। অবশ্য তার উল্লেখযোগ্য অংশ দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে। ২০২০ সন নাগাদ তার বিলুপ্তির মাত্রা ১০-২০% হবে। উত্তরের দেশগুলোর অধিবাসীদের মাথাপিছু উৎপাদন ও আয় দক্ষিণের দেশগুলোর তুলনায় অন্তত ১০ গুণ বেশী। নাগরিক সুবিধাও তারা বেশী ভোগ করছে। পৃথিবীর দেশে দেশে নাগরিক সুবিধা বাড়ানোর আকাংখা ও উদ্যোগ বাড়ছে। কিন্তু কেবল চীন ও ভারতেই ফ্রান্সের মত নাগরিক সুবিধা সরবরাহের জীবন উপকরণ (যেমন গাড়ী, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্রিজ) বাড়ানো হলে, ৭০% গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া বাড়বে।

প্রধানতঃ কৃষি জমির সম্প্রসারণ, কাঠ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য এবং জ্বালানির চাহিদা মেটাতে যেভাবে বন উজাড় হচ্ছে, তাতে বিপুল পরিমাণ বনাঞ্চল বিলুপ্ত হয়ে স্রেফ জঙ্গল বা বিরান ভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। খরা ও মরুকরণ প্রক্রিয়ার বিস্তার সামগ্রিক পরিবেশ বিপন্নতায় বাড়তি ইন্ধন। ১৯৪৭ সনেও যেখানে আমাদের দেশের বনাঞ্চল ছিল ২৪%, বর্তমানে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৬.৪৫ শতাংশে। বনাঞ্চল উজাড়ের সাথে সাথে নদী-নালার স্রোতের গতিপ্রবাহ, জলের তাপমাত্রা, গাছপালা জন্মানোর উপযোগী মাটি বদলে যাচ্ছে। অনেক প্রজাতির গাছ বিলুপ্ত হচ্ছে। প্রতিদিন পৃথিবীতে অন্তত ১টি প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। ঔষধ ও খাদ্য চাহিদার উপর বিপুল প্রভাব স্পষ্ট হচ্ছে তাতে। এতদিন ধরে বিভিন্ন রোগের ঔষধ তৈরিতে অন্তত ৭০০০ রকম উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত ব্যবহৃত হয়েছে। রোগব্যাধির বৈশিষ্ট্য বদলে যাচ্ছে। তার নিরাময়ের জন্য আরও ব্যাপক প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ও প্রজাতির শরণাপন্ন হতে হবে আমাদের। কিন্তু যেভাবে বন উজাড় করার কাজ এবং প্রজাতি নিশ্চিহ্ন করার তৎপরতায় আমরা পারঙ্গমতা দেখাচ্ছি, তাতে শীঘ্র খাদ্য ও রোগ নিরাময়ের উপাদান নিজেরাই নিশ্চিহ্ন করে ফেলব। পরিবেশের প্রতি সাধিত ক্ষতি একমুখী, তাকে আর পুনঃবহাল করা যায় না।

এতদিন প্রগতির পেছনে ছুটেছি আমরা সবাই- কিন্তু প্রগতি দুর্গতি ডেকে আনছে কি-না তা ভাবিনি। এখন ভাবতে বাধ্য হচ্ছি কিন্তু তাও কি সমন্বিত ভাবনা?

উন্নত দেশগুলো পরিবেশের বিপর্যয়কারী প্রযুক্তি বাতিল করে দিচ্ছে; বর্জ্যমুক্ত প্রযুক্তি গড়ছে। কিন্তু মুনাফার অন্ধ ঘোড়া, উন্নয়নশীল দেশে ঠেলে দিচ্ছে বাতিল প্রযুক্তি। এতে দূষণ এলাকার বিস্তৃতি ঘটছে। একক প্রচেষ্টায় উন্নয়নগামী দেশ এ দুই চক্র থেকে বেরুতে পারবে না। তাদের সেই 'নো-হাউ' নেই, পুঁজিও নেই। এ প্রেক্ষাপটেই এসেছে শ্লোগান- 'দক্ষিণের দেশের পরিবেশ উন্নত করার প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে।' পৃথিবী জুড়েই যেহেতু পরিবেশ দূষণমুক্ত প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ বাড়ছে, সুতরাং তা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা, উৎপাদন তৎপরতাও শুরু হয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও উত্তরের ধনী দেশগুলো ঐতিহাসিক সুবিধা নিয়ে অগ্রগামী। ব্যবসায়ী জাপানীরা পরিবেশের দূষণ রোধকারী প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সবার সামনে। আশা করা হচ্ছে, আগামী শতাব্দী নাগাদ তারা তেমন প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ তৈরি ও বাজারজাত করবে। এ ক্ষেত্রেও ব্যবসাটা পাচ্ছে তারা।

লাগসই প্রযুক্তির উন্নয়ন ও তা নিজ দেশের জন্য নির্বাচনে যে দৃঢ়তা, নৈতিক অবস্থান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা দরকার আমাদের মত দেশগুলোর জন্য, তা নেহায়েত অপ্রতুল। সমাজে, বিশ্ব পরিসরে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত না করে পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নয়ন অসম্ভব। আগামী সন্ধ্যার খাবারের ভাবনা যার প্রবল, তাকে পরিবেশ রক্ষায় তাগিদ দেয়া মূঢ়তা।

উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সে কারণে আরও বেশী অর্থ ও কারিগরি সহায়তা দেবার তাগিদ বাড়ছে। আশা করা হচ্ছে, ৩রা জুন থেকে ১৪ই জুন ব্রাজিলে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক নজিরবিহীন বিশ্ব সম্মেলনে এ বিষয়টির প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। বিশ্বসভা এ প্রশ্নে সহযোগিতার পরিবেশ সম্প্রসারণ করার নীতি নিলে, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সহায়তা করবে। আগামীর দিনগুলোতে পৃথিবীর নীতি ও তৎপরতার মৌলিক দিক-নির্দেশনা তাতে পাল্টে যাবে। এ লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ১.২ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ, 'পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নয়নের' শর্তে মওকুফের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য উপাদান।

বিশ্ব পরিসরে সহযোগিতার পরিবেশ সম্প্রসারণের পাশাপাশি, আমাদের দেশীয় পরিমন্ডলেও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। বাইরের পৃথিবী সহায়তা করতে পারে, কিন্তু নিজেদের কাজটুকু আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের নিজস্ব পরিস্থিতির উন্নয়ন ও তৎপরতার সমন্বয় ঘটাতে হবে। গতানুগতিক ধারায় কাজ অন্যান্য ক্ষেত্রে করে আমরা মজ্জায় ধারণ করছি দায়সারা, লোক দেখানো কাজের (!) সংস্কৃতি। পরিবেশ নিয়েও তা অব্যাহত রাখলে, আমাদের সন্তানদের কাছে মুখ দেখানোর বা নামোচ্চারণের অধিকারটুকু থাকবে না। আমাদের সন্তানদের একটি নিরাপদ পৃথিবীতে বসবাসের চেষ্টা যদি না করি, তাহলে 'মানুষ' পরিচয়ে গর্বিত হবার কি অবশিষ্ট কিছু থাকবে আমাদের? সুতরাং আসুন বিপন্ন পরিবেশকে বাঁচাই, নিজে বাঁচি-- আমাদের আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করি। পৃথিবী আমাদের একটিই, তাকে যত্নে রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের।

ডঃ মুশফিকুর রহমান ঃ কলাম লেখক।